০৮-০৬-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহিত এই চোখ দিয়ে যা কিছু আড়ম্বর দেখছো - সেসব ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো , কারণ এবার সবকিছু শেষ হওয়ার পথে"।

প্রশ্নঃ- সত্যযুগে রাজ্য পদের লটারী জেতার জন্য কিভাবে পুরুষার্থ করতে হবে?

উত্তরঃ- সত্যযুগে রাজ্য পদ লাভের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে নিজের ওপর খেয়াল রাখতে হবে । অন্তরে কোনো প্রকারের ভূত (বিকার) যেন না থাকে । যদি কোনো ভূত থাকে তাহলে তো লক্ষ্মীকে বরণ করা অসম্ভব । রাজা হওয়ার জন্য প্রজাও তৈরী করতে হবে । ২) এখানেই কান্নাকে আধার করা বন্ধ করতে হবে । শরীর ত্যাগের সময় যদি কোনো দেহধারীর কথা স্মরণে আসে তাহলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে , এইজন্য বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

গীতঃ- আজ নয় তো কাল...

ওম শান্তি। শিববাবা বলেন ওম্ শান্তি, তারপর এনার আত্মাও বলবে - ওম্ শান্তি। তিনি হলেন পরমাত্মা, আর ইনি হলেন প্রজাপিতা। এনার আত্মা বলেন ওম্ শান্তি। বাচ্চারাও বলে ওম্ শান্তি। নিজেদের স্বধর্মকে তো জানা উচিত, তাই না? মানুষরা তো নিজেদের স্বধর্মকে জানেও না। ওম শান্তি অর্থাৎ আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। আত্মা হল মন বুদ্ধি সহিত। তারা ভুল করে মনের নাম উচ্চারণ করে। যদি বলে , আত্মা শান্তি কিভাবে প্রাপ্ত করতে পারে, তবে বলো এটাও প্রশ্ন? আত্মা তো স্বয়ংই শান্ত স্বরূপ আর শান্তিধামের নিবাসী। শান্তি তো সেখানেই প্রাপ্ত হবে, তাই না? আত্মা শরীর ত্যাগ করলে শান্তিতে থাকতে পারবে। এই হল সমগ্র দুনিয়া, যেখানে আত্মাদের ভূমিকা পালন করতে হয়। কিভাবে শান্ত থাকবে। কর্ম করতে হবে । মানুষেরা শান্তির জন্য তো কত পথভ্রষ্ট হচ্ছে। তারা জানেই না যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের স্বধর্মই হলো শান্ত। তোমরা আত্মারা তো এখন তোমাদের ধর্ম জানো। আত্মা হল বিন্দুর মতো। বাবা বুঝিয়েছেন, সবাই বলে নিরাকার পরমাত্মায় নমঃ। পরমপিতা ওঁনাকেই বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকার। তাঁকেই শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়। এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ ওঁনার (শিববাবার) দিকে রয়েছে। মানুষরা তো সকলেই দেহ-অভিমানী। তাদের যোগ (connection) বাবার দিকে থাকে না । প্রতিটি কথা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, কিন্তু ব্রহ্মার নাম নিয়ে কখনো এরকম বলবে না যে - ব্রহ্মা পরমাত্মায় নমঃ। পরমাত্মা একজনকেই বলা হয়। তিনিই হলেন রচয়িতা। তোমরা জানো আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তিনি আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা ক্রিয়েট (রচনা) করে আপন করেছেন। উত্তরাধিকার লাভের জন্য ব্রহ্মার আত্মাকেও আপন করেছেন। তিনি ব্রহ্মার আত্মাকেও বলেন, আমাকে (শিববাবাকে) স্মরণ কর। বি.কে.দেরও বলা হয় একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। দেহের অভিমান ত্যাগ করো। এইসবই হল জ্ঞানের কথা। চুরাশি জন্ম গ্রহন করতে করতে শরীর এবার জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে। অসুস্থ রোগী হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা কত নিরোগী ছিলে, সত্যযুগে রোগ বলে কিছুই ছিল না। সকলেই সদা সুস্বাস্থের (এভরহেল্দী) অধিকারী ছিল। কখনও দেউলিয়া হওয়ার অবস্থা ছিল না। এখন থেকেই নিজেদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য দেউলিয়া অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না। এখানে তো নিঃস্বতা আসতেই থাকে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, আর গাওয়াও হয় পরমপিতা পরমাত্মা শিবায় নমঃ, ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলা হবে না।

ওনাকে (ব্রহ্মাকে) প্রজাপিতা বলা হয়। দেবতারা সূক্ষ্মবতনে আছে। কেউই জানে না যে প্রজাপিতাই আবার ফরিস্তাতে পরিণত হন। সূক্ষ্মবতনবাসী অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহধারী হয়ে যান। বাবা এবার বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। তোমরাও নিরাকার, আর আমিও নিরাকার। একমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে হবে, অন্য সকল দেহধারীদের দিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরাতে (remove) হবে । দেহ সহিত এই চোখ দ্বারা যা কিছু দেখছ, সব শেষ হওয়ার মুখে। তোমাদের সবাইকে ফিরতে হবে – সুখধাম ভায়া শান্তিধাম। সুখধাম অথবা কৃষ্ণপুরী, এটাই তোমাদের ইচ্ছা থাকে। তাই বাবা বলেন শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। যদিও সত্যযুগে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকে কিন্তু সেটাকে শান্তিধাম বলা হবে না। কর্ম তো সবাইকেই করতে হবে। রাজত্ব করতে হবে। সত্যযুগেও কর্ম করা হয় কিন্তু সেই কর্মের দ্বারা বিকর্ম হয় না কারণ সেখানে তো মায়া থাকে না। এইসব হলো বোঝার কথা। ব্রহ্মার দিন হয়, তাই দিনে ধাক্কা খাওয়ার ব্যাপার নেই। রাতের অন্ধকারে ধাক্কা খাওয়ার ভয় থাকে। অর্দ্ধেক কল্প হল ভক্তিমার্গ, এটাই ব্রহ্মার রাত। অর্দ্ধেককল্প ব্রহ্মার দিন। বাবা বলছেন, এক স্থানে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত হয়। কিন্তু এইসব কথা কোথাও কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। শাস্ত্রে ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাতের গায়ন আছে। তাহলে বিষ্ণুর রাত্রি বলা হয় না কেন! সেখানে তার এইসব জ্ঞানই নেই। ব্রাহ্মণরা জানে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের জন্য এটা হলো বেহদের দিন আর রাত্রি। শিববাবার দিন আর রাত্রি বলা হবে না। বাচ্চারা জানে আমাদের অর্দ্ধেককল্প দিন আর অর্দ্ধেককল্প রাত হয়। সন্ন্যাসীরা প্রবৃত্তি মার্গের ব্যাপারে জানেনা। ওরা তো নিবৃত্তি মার্গের পথিক। ওরা স্বর্গ-নরকের বিষয়েও জানেনা। ওরা বলে যে সত্যযুগ কোথা থেকে আসবে, কারণ শাস্ত্রতে তো সত্যযুগকেও নরক বানিয়ে দিয়েছে। বাবা এখন খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাচ্ছেন। তিনি বলেন- বাচ্চারা, আমি হলাম নিরাকার, জ্ঞানের সাগর। আমার জ্ঞান দেওয়ার ভূমিকা এই সময়েই প্রকট হয়। বাবা নিজের পরিচয় দেন। ভক্তি মার্গের সময়ে এই জ্ঞানের উদ্ভব হয় না। সেই সময়ে কেবল ভক্তিমার্গেরই রীতি নীতি প্রচলিত থাকে। নাটক অনুসারে যে ভক্ত যেমন ভাবনা নিয়ে পূজা করে তাকে সেইরকম সাক্ষাৎকার করানোর জন্য আমি নিমিত্ত হই। সেই সময়ে আমার মধ্যে জ্ঞান দেওয়ার ভূমিকা প্রকট হয় না। এই ভূমিকা এখনই প্রকট হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যেমন ৮৪ জন্মের রিল (রেকর্ড) ভরা আছে, সেইরকমই নাটকে আমার যখন যে ভূমিকা আছে সেটা তখনই পালিত হয়। এতে তো সংশয়ের কিছু নেই। যদি আমার মধ্যে জ্ঞানের উদ্ভব হত তাহলে ভক্তিমার্গে কাকে শোনাতাম? ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের কাছে তো এই জ্ঞান থাকেই না। এটা নাটকেই নেই। কোনো মানুষকে হয়ত বলে যে অমুক গুরু সদগতি দেন। কিন্তু ওই গুরুরা কিভাবে সদগতি দেবে? তাদেরও তো একটা ভূমিকা আছে। কেউ আবার বলে যে এই দুনিয়ার পুনরাবৃত্তি হয়, চক্রের ন্যায় আবর্তন করে। তাই তারা সৃষ্টি চক্রের চরকা দেখিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল চরকা ঘোরালে জীবিকা নির্বাহ হয় আর সৃষ্টি চক্রকে জানলে ২১ জন্মের জন্য ফল পাওয়া যায়। বাবা সবকিছুর অর্থ যথার্থভাবে শোনাচ্ছেন। অন্যরা সবাই অযথার্থ শোনায়। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলা আছে। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান, তারপর সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। এরপর স্থূলবতনে প্রথম হল লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপর জগৎ মাতা এবং জগৎ পিতা। এরা সঙ্গমযুগে থাকে, এরা তো আসলে তো মানুষই। অতগুলো হাত ইত্যাদি কিছুই নেই। ব্রহ্মার তো কেবল দুটিই হাত আছে। যদি কারোর ৮টা হাত থাকে তাহলে ৮টা পাও থাকা উচিত। কিন্তু এইরকম তো হয়না। রাবণের ১০টা মাথা দেখায়, তাই ২০টা পা থাকা উচিত। এইগুলো সব হল পুতুল খেলা। কিছুই বোঝেনা। রামায়ণ শোনানোর সময়ে প্রচুর কাঁদে। বাবা বোঝাচ্ছেন, এইগুলো সব হল ভক্তিমার্গ। যখন থেকে তোমরা বামমার্গে গেছ, তখন

থেকে কামচিতাতে বসে কালো হয়ে গেছ। এখন এক জন্মের জন্য জ্ঞান চিতাতে বসলে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। ওখানে সবাই আত্ম-অভিমানী থাকে। একটা পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর নেয়, কান্নাকাটির কোনও ব্যাপারই নেই। এখানে সন্তানের জন্ম হলে অভিনন্দন জানাবে, ধুমধাম সহকারে পালন করবে। তারপর কাল সন্তান মারা গেলে সকলে মিলে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। এটা তো দুঃখধাম। তোমরা জানো যে সমস্ত খেলা এই ভারতেই হয়। এইটা হল অবিনাশী ভূমি। এখানেই সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। হেভেনলি (স্বর্গীয়) গড ফাথার নিশ্চয়ই স্বর্গের স্থাপনা করবেন। লক্ষ বছরের কথা হলে সেইগুলো মনে পড়বে কিভাবে! কবে পুনরায় স্বর্গ দুনিয়া হবে সেটা কেউই জানেনা। বলে দেয় যে কলিযুগের আয়ু এখন ৪০ হাজার বছর হয়েছে। যখন ৫০০০ বছরে কেবল ৮৪ জন্ম হয়, তাহলে ৪০ হাজার বছরে অনেক জন্ম নিতে হবে! তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছ। তোমরা এখন আলোতে আছ। যাদের এই জ্ঞান নেই, তারা তো অজ্ঞান-নিদ্রাতে শুয়ে আছে। এটা হল অজ্ঞান অন্ধকারের রাত্রি অর্থাৎ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান নেই। আমরা হলাম অভিনেতা। সমগ্র সৃষ্টি চক্রের মোট চারটে ভাগ আছে। মানুষই এই সকল কথা জানবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর মধ্যে যত বিশেষত্ব আছে, সেইগুলো সব আমাদেরকে দিয়ে দেন। জ্ঞানের সাগরের কাছ থেকে তোমরা উত্তরাধিকার নাও। বাবা সর্বদাই বলেন, কোনও দেহধারীকে স্মরণ করো না। হয়ত আমিও দেহের দ্বারাই শোনাই কিন্তু তোমাদেরকে স্মরণ করতে হবে আমাকে অর্থাৎ নিরাকারকে। স্মরণ করতে থাকলে ধারণাও হবে, বুদ্ধির তালাও খুলে যাবে। ১৫ মিনিট কিংবা আধ ঘন্টা দিয়ে শুরু করে তারপর বাড়াতে থাকো। অন্তিমে কেবল বাবা ছাড়া আর কারোর কথা স্মরণে না থাকে - এই জন্যই সন্ন্যাসীরা ঘর বাড়ি ত্যাগ করে, তপস্যা করে। তারা যখন শরীর ছাড়ে তখন আশেপাশের পরিবেশও শান্ত হয়ে যায়। মনেহয় যেন শহরে কোনো মহাপুরুষ শরীর ত্যাগ করেছে। তোমাদের তো এখন জ্ঞান আছে। আত্মা অবিনাশী, সে লীন হয়না। তার মধ্যে তো এই জ্ঞান নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন, আত্মার কখনও বিনাশ হয়না। তার মধ্যে যে জ্ঞান আছে, সেটাও কখনও বিনাশ হয়না। এটা হল অবিনাশী নাটক। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগের এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। তোমরা পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে, তারপর ক্রমানুসারে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও আসবে। গড ফাদার একজনই। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত বৃদ্ধি হতে থাকে। অন্য কোনো বৃক্ষের সৃষ্টি হয়না। সৃষ্টিচক্র একটাই। স্মরণও করে একজনকেই। গুরু নানককে স্মরণ করে, কিন্তু সে পুনরায় নিজ সময়েই আসবে। সবাইকে জন্ম-মরণে আসতে হবে। লোক মনে করে কৃষ্ণ সদাই উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন জনকে মানে। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, যুক্তির দ্বারা বোঝাও যে সকলের ঈশ্বর একজনই, তিনি নিরাকার। গীতাতে ভগবানুবাচ আছে। গীতা হল সকলের মাতা-পিতা কারণ গীতার দ্বারাই সদগতি প্রাপ্ত হয়। বাবা হলেন সকলের দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা। ভারত সবারই তীর্থক্ষেত্র। বাবার দ্বারাই সদগতি প্রাপ্ত হয়। এটা হল তাঁর জন্মভূমি। সকলেই তাকে স্মরণ করে। বাবাই এসে সবাইকে রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করেন। এই দুনিয়া এখন নরক হয়ে গেছে। বাবা বলছেন- হে দেহধারী আত্মারা, এখন ফেরত যেতে হবে, কেবল আমাকেই স্মরণ কর। কোনও দেহধারীর প্রতি বুদ্ধি আটকে থাকলে কাঁদতে হবে। একজনকেই স্মরণ করতে হবে, ঐখানে যেতে হবে। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কান্নাকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কেউ মারা গেলে যদি কাঁদতে শুরু কর তাহলে ক্রন্দন মুক্ত হবে না। অন্য কারোর স্মরণে থেকে শরীর ছাড়লে দুর্গতি প্রাপ্ত হবে। তোমাদেরকে তো কেবল শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। অনেকের হার্টফেলও হয়ে যায়। তোমাদেরকে তো উঠতে বসতে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এইটা বুদ্ধিতে বসানো হয়। সারাদিনে যদি স্মরণ না করে তাহলে সংগঠনে বসানো হয়। সেখানে

সকলের সংযুক্ত বল কাজ করে। যদি অন্য কারোর স্মৃতি বুদ্ধিতে থাকে তাহলে আবার জন্ম নিতে হবে। যাই হয়ে যাক, তোমাদেরকে স্থিতিশীল থাকতে হবে। দেহের ভাবও যেন না থাকে। যত বাবাকে স্মরণ করবে সেটা নথিভুক্ত হয়ে যাবে। তোমাদের প্রচুর খুশিও হবে। আমরা তাড়াতাড়ি চলে যাব, গিয়ে সিংহাসনে বসব। বাবা সর্বদাই বাচ্চাদেরকে বলেন, তোমাদের কখনও কাঁদা উচিত নয়। কান্নাকাটি তো বিধবারা করে। তোমাদেরকে এখানেই সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে, যেটা তারপর অবিনাশী হয়ে যাবে। এর জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন। নিজের ওপর নজর রাখতে হবে। কোনো ভূত থাকলে উঁচু পদ পাবে না। নারদ ভক্ত ছিল, লক্ষ্মীকে বিবাহ করতে চাইত। কিন্তু সে দেখল যে তার মুখ বাঁদরের মতো। তোমরা লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য পুরুষার্থ করছ। যার মধ্যে পঞ্চভূত আছে সে কিভাবে বরণ করবে। তোমরা দারুন লটারি জিতে নাও। আমরা অবশ্যই রাজা হব, তাহলে প্রজাও থাকবে। হাজার লাখ বৃদ্ধি হতে থাকবে। যখন কেউ প্রথম আসবে, তাকে প্রথমে বাবার পরিচয় দাও। পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ! তখন নিশ্চয়ই বলবে যে তিনি হলেন পিতা। ঠিক আছে, তাহলে এটা লেখ। তিনিই একমাত্র পতিত-পাবন, সবাইকে পবিত্র বানান। লিখিয়ে নিলে পরে কোনো তর্ক করতে পারবে না। জিজ্ঞেস করো, তুমি এখানে শুনতে এসেছ না কি শোনাতে এসেছ? সকলের সদগতিদাতা তো একজনই, তিনি হলেন নিরাকার। তিনি কখনও আকারী বা সাকারী হননা। আচ্ছা, তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ? ইনি হলেন সাকারী আর তিনি নিরাকার পিতা। আমরা এক পিতাকেই স্মরণ করি। এইটা হল আমাদের লক্ষ। ইনার দ্বারা আমরা রাজত্ব পাব। আচ্ছা- মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কোনো দেহধারীর নিকট নিজের বুদ্ধি আটকে রাখা যাবে না। স্মরণের রেকর্ড ঠিক রাখতে হবে। কখনও কাঁদা উচিত নয়।

২) নিজ স্বধর্ম শান্তিতে স্থির থাকতে হবে। শান্তির জন্য ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। সবাইকে এই ঘুরে বেড়ানো থেকে মুক্ত করতে হবে। শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- প্রতি কল্পেই বিজয়ের ভাবীকে স্মৃতিতে রেখে, সর্বদা নিশ্চিন্ত থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি হও।

নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চারা প্রত্যেক ব্যবহার কিংবা পরমার্থ কাজে সর্বদা বিজয় অনুভব করেন। যত সাধারণ কর্মই হোক, সে অবশ্যই বিজয়ের অধিকার প্রাপ্ত করে। সে কোনো কাজেই নিজের প্রতি নিরুৎসাহিত হয়না। কারণ তার নিশ্চয় আছে যে প্রতি কল্পে আমিই বিজয়ী হয়েছি। স্বয়ং ভগবান যার সহায়, তার বিজয় হবে না তো কার হবে। এই ভবিতব্যকে কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। এই নিশ্চয় এবং নেশা নিশ্চিন্ত বানিয়ে দেয়।

স্লোগান:- সর্বদা খুশির খোরাক দ্বারা স্বাস্থ্যবান এবং খুশির খাজনাতে সমৃদ্ধ খোশমেজাজি হও।